এসএসসির প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

মুশতাক আহমদ

দেশব্যাপী প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আসন্ন এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত সরকার। এ কারণে ওই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ব্যাপারে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে দেশের সব জেলা প্রশাসককে (ডিসি) পত্র দিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দু-একদিনের মধ্যে তা সংশ্লিষ্ট সবার কাছে পাঠানো হবে বলে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এদিকে এ মাসেই জেএসসি ও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

জেএসসি ও পিএসসির ফল এ মাসেই

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, কেবল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই যে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন তা নয়, সদ্য সমাপ্ত অষ্টম শ্রেণী শিক্ষা সমাপনী বা জেএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এটি তাদের জন্য বাড়তি উদ্বেগ তৈরি করেছে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি মুদ্রণালয় বা বিজি প্রেসের মহাপরিচালককেও পত্র দিয়েছেন।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এর আগে এ পরীক্ষার খাতা তৈরির কাগজ চট্টগ্রামের কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে পুলিশী পাহারায় সরবরাহ করতে হয়েছে বিভিন্ন বোর্ডে। সে জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি দিতে হয়েছিল।

শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের পক্ষ থেকে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা বিধানে ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেয়ার ঘটনা এই প্রথম। নাম প্রকাশ না করে এই একই কথা বলেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কর্মকর্তারাও। তবে যুগ্ম সচিব এএস মাহমুদ দাবি করেছেন, এটা তাদের 'রুটিন ওয়ার্ক'। আর আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম বলেন, প্রশ্নপত্র পরিবহনে যাতে বিঘ্ন না হয় বা কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্যে ব্যবস্থা নিতে তারা সরকারকে অনুরোধ করেছেন।

এখন পর্যন্ত নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হবে। এর জন্য খাতা মুদ্রণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও মুদ্রণসহ আনুষঙ্গিক কাজ শেষ পর্যায়ে। সব ঠিকঠাক থাকলে মধ্য জানুয়ারি প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার খাতা জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হবে। প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তে এসে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা চাইল শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সদ্য সমাপ্ত জেএসসি পরীক্ষার ইংরেজি, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। এর আগে গতবছর এসএসসির ইংরেজি প্রশ্নপত্রও ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। এবারও প্রশ্নও ফাঁস হয়ে যেতে পারে— এমন আতংক কাজ করছে বোর্ডের নীতিনির্ধারক এবং মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে। সেই সঙ্গে বিদ্যমান ও অনিশ্চিত মাত্রার রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে বড় ধরনের আশংকা তৈরি করেছে। কেননা, প্রশ্নপত্র পরিবহনকালে তা অবরোধকারীদের কবলে পড়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তানবীরুল আলম বলেন, প্রশ্নপত্রের

উদ্বেগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

উদ্বেগ : নিরাপত্তা নিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নিরাপত্তা নিয়ে এই প্রথমবারের মতো পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তঃশিক্ষাবোর্ড।

বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক বিমল কৃষ্ণ মজুমদার বলেন, অবরোধের নামে যেভাবে গাড়ি ও মানুষ পোড়ানো হচ্ছে তাতে প্রত্যেকেই আতংকে রয়েছেন। এজন্য আগেভাগেই প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম বলেন, প্রশ্নপত্র যাতে নিরাপদে পাঠাতে পারি এবং খাতা তৈরির কাগজ নিরাপদে বোর্ডে আসতে পারে, সে জন্য মন্ত্রণালয়ের 'প্রটেকশন' চাওয়া হয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদ বলেন, প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে চিঠি দেয়া হলেও এটি 'রুটিন ওয়ার্ক'। সব পরীক্ষার আগেই এভাবে ডিসিদের এবং বিজি প্রেসকে চিঠি দেয়া হয়ে থাকে।

সমাপনীর ফল ৩০ অথবা ৩১ ডিসেম্বর : চলতি বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল চলতি মাসের ৩০ অথবা ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ফল প্রণয়নের কাজ চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে ওই দিনে প্রশ্নপত্রের সারসংক্ষেপ তুলে দেয়ার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে।

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ফল প্রকাশের তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ডিসেম্বরেই তা প্রকাশ করা হবে। তবে চলতি মাসের ৩০ অথবা ৩১ ডিসেম্বর এ ফল প্রকাশ হতে পারে।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম বলেন, তারা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই জেএসসি-জেডিসির ফল প্রকাশ করতে চাচ্ছেন। এ লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে মন্ত্রণালয় তারিখ চূড়ান্ত করবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ জানান, প্রাথমিক সমাপনীর ফলও ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে।

এবছরের জেএসসি-জেডিসিতে ১৯ লাখ দুই হাজার ৭৪৬ জন এবং প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনীতে ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে।